উত্তাল বুয়েট

বিক্ষোভ চলছেই, পরীক্ষা বর্জন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে থাকায় হেনস্তার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ একদল শিক্ষার্থীর

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিনিধি

৩১ মার্চ, ২০২৪
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রবেশ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর প্রতিবাদসহ পাঁচ দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেছেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। গতকাল প্রশাসনিক ভবনের সামনে। ছবি : শেখ হাসান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা গতকাল শনিবারও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন। এদিন তাঁরা ফাইনাল পরীক্ষাসহ একাডেমিক সব কার্যক্রম বর্জন করেন।

গত বুধবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছেন, এমন অভিযোগ এনে এর প্রতিবাদে গত শুক্রবার বিক্ষোভ করেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। কয়েক বছর ধরে বুয়েট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ছাত্রলীগ। সংগঠনটির একাধিক নেতার অভিযোগ, বুয়েটে স্বাধীনতাবিরোধী ছাত্রশিবির, উগ্রবাদী ছাত্রসংগঠন হিযবুত তাহরীরের নেতাকর্মীরা দলীয় পরিচয় লুকিয়ে নানা কর্মকাণ্ড চালালেও এর বিরোধিতা করা হয় না। কিন্তু বুয়েটে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নানা ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে গতকাল সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বুয়েট ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ তদন্তে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বুয়েট প্রশাসন। আগামী ৮ এপ্রিলের মধ্যে

তদন্ত কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে গত শুক্রবার দুপুর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রবেশের অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদ ও পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা ৩০ ও ৩১ মার্চের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা ও সব একাডেমিক কার্যক্রম বর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল সকাল ৭টা থেকে বুয়েট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সকাল ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা ইমতিয়াজ হোসেনের স্থায়ী একাডেমিক বহিষ্কার দাবি করেন। একই সঙ্গে বুয়েট থেকে আরো পাঁচ শিক্ষার্থীর স্থায়ী একাডেমিক এবং হল বহিষ্কারসহ পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো : শনিবার (গতকাল) দুপুর ২টার মধ্যে লিখিতভাবে ইমতিয়াজ হোসেনের স্থায়ী একাডেমিক বহিষ্কার নিশ্চিত; ইমতিয়াজ হোসেনের মতোই বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধানের নিয়ম ভঙ্গের দায়ে এবং বুয়েট ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক অপশক্তি অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করায় এ এস এম আনাস ফেরদৌস, মোহাম্মদ হাসিন আরমান নিহাল, অনিরুদ্ধ মজুমদার, জাহিরুল ইসলাম ইমন ও সায়েম মাহমুদ সাজেদিন রিফাত—এদের বুয়েট থেকে স্থায়ী একাডেমিক এবং হল বহিষ্কারের সঙ্গে তাদের বাইরে আরো যাঁরা জড়িত, তাঁদের সবাইকে অবিলম্বে শনাক্ত করে এবং উল্লিখিত অভিযুক্তদের মতো একই মেয়াদে শাস্তির ব্যবস্থা করা; বহিরাগত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্যাম্পাসে প্রবেশের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং তাঁরা কিভাবে প্রবেশ করলেন, এ বিষয়ে প্রশাসনের সদুত্তর ও জবাবদিহির বিষয়ে বুয়েট প্রশাসনের কাছ থেকে লিখিত নোটিশ ও বাস্তবায়নের দাবি; দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ এমন ডিএসডাব্লিওর দ্রুততম সময়ের মধ্যে পদত্যাগ; আন্দোলনরত বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো রকম হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না—এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি।

সংবাদ সম্মেলন শেষে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে ড. এম এ রশীদ প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

দুপুর ১২টা পর্যন্ত অবস্থান নিয়ে তাঁরা এদিনের মতো কর্মসূচি স্থগিত করেন। তাঁরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

দুপুর ১টায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বুয়েট উপাচার্য সত্য প্রসাদ মজুমদার। তিনি বলেন, পুরো ঘটনা তদন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর মধ্যে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। আগামী ৮ এপ্রিলের মধ্যে এই কমিটি প্রতিবেদন জমা দেবে।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা পরীক্ষা স্থগিত করিনি, শিক্ষার্থীরা বর্জন করেছে। তারা পরীক্ষা স্থগিতের আবেদনও করেনি। আবেদন করলে আমরা বিবেচনা করতাম। তারা এখানে ভুল করেছে। পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু তারা পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। পরে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার জন্য আবেদন করলে একাডেমিক কাউন্সিল তা বিবেচনা করতে পারে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালকের পদত্যাগের দাবির প্রসঙ্গে বুয়েট উপাচার্য বলেন, ‘ডিএসডাব্লিউর পদত্যাগের বিষয়টি আমরা এখন চিন্তা করছি না। কারণ এটি নরমাল একটি প্রসিডিউর। নিয়ম অনুযায়ী যখন হওয়ার হবে। ডিএসডাব্লিউ বলেছেন, তাঁর পক্ষ থেকে কোনো গাফিলতি ছিল না। শিক্ষার্থীরা দাবি করতেই পারে, কিন্তু দাবির মুখে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি না।’

মধ্যরাতে ক্যাম্পাসে বহিরাগত ছাত্রলীগ নেতার প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হবে বলে জানান সত্য প্রসাদ মজুমদার।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির সঙ্গে থাকায় হেনস্তার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একদল শিক্ষার্থী। গতকাল বুয়েট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিকেল ৩টায় সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন তাঁরা। সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা পাঁচজন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরো ২০ থেকে ২৫ শিক্ষার্থী সমর্থন জানিয়েছেন। তবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে আসতে পারেননি বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান তাঁরা।

লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আশিক আলম, অর্ঘ দাস (২১তম ব্যাচ), সাগর বিশ্বাস (২০তম ব্যাচ), অরিত্র ঘোষ (২০তম ব্যাচ) ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০তম ব্যাচের তানভীর স্বপ্নীল।

লিখিত বক্তব্যে তাঁরা বলেন, বুয়েটের অভ্যন্তরীণ ফেসবুক গ্রুপগুলোতে আমাদের পক্ষে কেউ নিজের কোনো মতামত রাখতে গেলে তাকেও বুলিং এবং নানা ধরনের হুমকির শিকার হতে হয়। আমাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক কিংবা পরিচয় থাকায় অনেককে কটাক্ষের শিকার হতে হয়। পারিবারিক বা ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে (বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তি বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত) পরিচয় থাকলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়।

তাঁরা বলেন, একদিন সাপ্তাহিক ছুটিতে আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও বড় ভাই-ছোটো ভাই মিলে ক্যাফেটেরিয়ায় কাচ্চি রান্না করে খাই। এটাকেও মিথ্যাচার করে রাজনৈতিক তকমা লাগানো হয় এবং বলা হয়, গোপনে সেখানে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন, যা পুরোপুরি বানোয়াট ও মিথ্যা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে সব রকমের গ্রুপ ও ক্লাব থেকে শিক্ষকদের কোনোরূপ অনুমতি না নিয়ে বের করে দেওয়া হয়। সব ধরনের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া বন্ধ করা হয়, আমাদের ডিপার্টমেন্ট, হল, ক্লাবের প্রোগ্রাম থেকে বাদ দেওয়া হয়। ভালো খেলা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিপার্টমেন্টে খেলতে বাধা দেওয়া হয়। ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়াসহ সব ধরনের জায়গায় যেতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

তাঁরা বলেন, আমরা ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করিনি এবং কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নই। তবে আদর্শের দিক থেকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির সঙ্গে আছি।

বুয়েটের ঘটনায় আজ রবিবার সকাল ১১টায় রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করবে ছাত্রলীগ। বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্ররাজনীতি করার সুযোগ দাবি এবং বুয়েট শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ হোসেনের হলে সিট বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ সমাবেশ ডাকা হয়েছে।

বুয়েটে কোনো ধরনের জঙ্গি কার্যক্রম চলছে কি না, এ ব্যাপারে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘কিছুদিন আগেও অভিযোগ ছিল, সেখানে গোপনে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম চলছে। এ নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখব।’

গতকাল দুপুরে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।